দৈনিক জনকণ্ঠ

106

তারিখ ... 16 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতির প্রত্যাশায়

মেজর আসলাম হায়দার পিএসসি (অব)

বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্র রাজনীতির একটা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং স্বাধিকার আন্দোলনে। রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে কখনও পৃথকভাবে আবার কখনওবা অভিন্ন কর্মসূচী দিয়ে আন্দোলনকে বেগবান করেছে ছাত্ররা। তাদের স্বাধীনতাপূর্ব ভূমিকা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। স্বাধীনতাউত্তর ছাত্র রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। একটা অসুস্থ ধারা ছাত্র রাজনীতিকে গ্রাস করে নেয়। যে ছাত্ররা ছিল এক সময় সাধারণ মানুষের অত্যন্ত কাছের, আদর্শের মূর্ত প্রতীক, সময়ের বিবর্তনে তারাই হয়ে গেল মস্তান, চাঁদাবাজ, খুনী, নারী নির্যাতনকারী জঘণ্য অপরাধী। প্রকাশ্য দিবলোকে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের মতো ঘটনা ঘটাল। তারপরও ছাত্র নামধারী ঐ সমস্ত নরপিশাচ সদম্ভে প্রকম্পিত করে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন। কেন এমন হলো। এমন তো হবার কথা ছিল না? এ সমস্যা একদিনে তৈরি হয়নি। ছাত্র রাজনীতি কিভাবে আজকের অবস্থায় উপনীত হলো তা পর্যালোচনা করা অপরিহার্য। সাতচল্লিশ হতে আজ অবধি ছাত্র রাজনীতির সমগ্র প্রেক্ষাপটকে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

পকিস্তান নামক কৃত্রিম রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত অধ্যায়কে প্রথম পর্ব হিসাবে ধরা যায়। এই সময়টাকে বলা যায় ছাত্র রাজনীতির স্বর্ণ সময়। বাঙালী জাতির বড় বড় পাওনা এসেছে এ সময়। আমাদের সচেতন ছাত্র সমাজ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাদের সমর্থন দিয়েছে। তারা কখনই কোন রাজনৈতিক দলের তল্পিবাহক হিসাবে কাজ করেনি। আপন বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশ্য ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে ছাত্র রাজনীতিতে সমন্বয় ঘটেছিল সৎ, মেধাবী এবং ব্যক্তিত্বশীল ছাত্রনেতাদের। যাদের মধুর ব্যবহার সাধারণ ছাত্রদের আকৃষ্ট করত, সাধারণ মানুষেরও ছিল তাদের প্রতি অবিচল আস্থা।

এ পর্বের সময়কাল ধরে নেয়া যায় বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সাল অবধি। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রয়োজনে ছাত্রদের হাতে চলে আসে প্রচুর অস্ত্র। যুদ্ধের মূল ধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছাত্ররা ছাড়াও আরও অনেক ভিন্ন আদর্শের ছাত্ররাও অংশ নেয়। যাদের অধিকাংশই বাম ঘেঁষা বলে পরিচিত। ছাত্রদের অনেকে যুদ্ধ শেষে অস্ত্র জমা না দিয়ে তা ব্যবহার করতে থাকে বিভিন্নভাবে। কেউ কেউ শ্রেণী সংগ্রামের নামে চালাতে থাকে হত্যাযজ্ঞ। অনেক ক্ষেত্রে ক্যাম্পাসই হয়ে ওঠে তাদের আশ্রয় কেন্দ্র। তারপরও ক্যাম্পাসে অস্ত্রের ব্যবহার ছিল সীমিত। এ সময় সাত-খুনের আসামী মুসলিম লীগ নেতা জমির উদ্দিন প্রধানের (সাবেক স্পীকার) ছেলে শফিউল আলম প্রধানের জঘন্য খুনের ঘটনা ছিল একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী। তখনও ছাত্র রাজনীতির চরিত্র তেমন কোন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়নি।

এই পর্বের সূচনা সামরিক শাসকদের আমলে এবং ব্যাপ্তি বিভিন্ন সামরিক এবং বেসামরিক শাসন পর্যন্ত। এই সময়ে Politics কে সত্যিকার অর্থে Dificult করা হয়। সামরিক শাসকরা রাজনীতি করার অভিলাষে তৈরি করে সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী। ছাত্র রাজনীতির পোশাক-আশাক, ধরন-ধারণ এবং চরিত্র বদলে সামরিকায়ন করা হয়। নেতাকর্মীদের চুল হয় ছোট, চোখে ওঠে রঙিন সানগ্লাস, গায়ে উঠে প্যান্ট-শার্ট-টাই, মেজাজ হয় উগ্র। এদের বেশিরভাগেরই ছাত্র রাজনীতির সাথে সংশ্রব ছিল না। ব্রিটিশদের লাঠিয়াল বাহিনী, মোনায়েমের এনএসএফ এবং ইয়াহিয়ার রাজাকার বাহিনীর মতো আবারও এক বাহিনী তৈরি করে আঘাত হানা হলো বাঙালী জাতীয়তাবাদের মর্মমূলে। ক্যাম্পাস পরিণত হলো অশান্ত রণক্ষেত্রে। ওদের উদ্দেশ্য ছিল মূলধারার ছাত্রসমাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। তাদের অত্যাচারের শিকার হয়েছে হাজার হাজার নেতা-কর্মী। যাদের কাউকে করা হয়েছে হত্যা, কাউকে নিক্ষেপ করা হয়েছে অন্ধকার কারাগারে আর যাদের ভাগ্য প্রসন্ন, আর্থিক সঙ্গতি ছিল তারা কেউ কেউ বিদেশে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছে।

নতুন সৃষ্ট সশস্ত্র ছাত্র বাহিনী দুষ্টবুদ্ধি, কূটকৌশল ও চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। তারা যেখানে অঙ্গুলী নির্দেশ করত সেটা অমনি তাদের হয়ে যেত। তাদের নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর অর্থের, যার যোগান দেয় সামরিক সরকার। দিন দিন ওদের লোভ-লালসা এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, অবশেষে তারাই চাঁদাবাজি-মস্তানি সংস্কৃতি চালু করে ক্যাম্পাসে। ছাত্রীরাও পিছিয়ে রইল না। কেউ কেউ মন্ত্রী, আমলা এবং নেতাদের আবাসস্থলেও যাতায়াত শুরু করল। নারী হারাল তার ভূষণ, কমনীয়তা। এমনি একজন ছাত্রী রয়েছে ইডেনে, যে এখনও মস্তান পোষে, উঁচু তলার লোকদের কাছ থেকে কাজ বাগিয়ে নেয়। এরা যুগের পর যুগ ধরে ছাত্র, তবুও ওদের ছাত্রত্ব কোনদিনই ঘুচে না। কবে ভর্তি হয়েছিল ওরা নিজেরাও হয়তবা ভুলে গেছে। সুরক্ষিত এ সেনানিবাস ছেড়ে কার মন চায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে। সামরিক শাসকদের তৈরি এসব ছাত্রনেতার পূর্বেকার এবং বর্তমানের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করলেই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে এ সত্য।

এর মাঝেও ছাত্ররা আরেকবার সংগঠিত হতে পেরেছিল নব্বইয়ের সরকারবিরোধী আন্দোলনে। কিন্তু সে গৌরব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

সরকার আসে, সরকার যায়, প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু সন্ত্রাসীদের কোন হেরফের হয় না। বর্তমান ছাত্র রাজনীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এ ধরনের মতামত পোষণ করায় বিতর্কিত হয়েছেন। এ সমস্যার সমাধান সকলেই চান। কিন্তু সমাধানের পথ অত্যন্ত বন্ধুর। তবুও এ পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অথবা নয়। হয়তবা সফল হবো সে লক্ষ্যেই নিচের সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে ঃ

কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একবার মাত্র অকৃতকার্য হতে পারবে। একবারের অধিক অকৃতকার্য হওয়া ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। অবশ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যতবার খুশি পরীক্ষা দিতে পারবে। তবে অনিয়মিত ছাত্র হিসাবে। যাতে করে কোন আবাসিক হলে তারা অবস্থান করতে পারবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কোন একজন ছাত্র একটিমাত্র বিষয়ের ওপর পড়াশোনা করতে পারবে। সে যদি একের অধিক বিষয়ে পড়তে চায়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স শেষে অনিয়মিত ছাত্র হিসাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে সে কোন আবাসিক হলে অবস্থান করতে পারবে না।

কোন একজন ছাত্র পারিবারিক, অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে একবার মাত্র পরীক্ষা দেয়া হতে বিরত থাকতে পারবে। বিভিন্ন অজুহাতে পরীক্ষা না দিয়ে বছরের পর বছর একই ক্লাসে পড়ে থাকতে পারবে না। এ ভাবে আদু ভাইরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে আছে। লজ্জা হওয়া উচিত এদের। এরা পরিবেশগত ভাবে অন্যান্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীকেও অসুস্থ করে দিচ্ছে। এরাই হয়তবা একদিন সংসদে বসবে। তাদের কাছ থেকে জাতি কি প্রত্যাশা করতে পারে। যাদের মূল আদর্শই হচ্ছে সাধারণ ছাত্রদের জিম্মি করে আজীবন নেতাগিরি করা।

ছাত্র ব্যতীত অন্য কেউ ছাত্র সংগঠনসমূহে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাকে যুব সংগঠনে অথবা অন্য কোথাও জায়গা করে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। চট্টগ্রাম মহানগরী ছাত্রদলের সহ-সভাপতি একজন এসএসসি পাস অছাত্র। তার ছাত্রত্ব ঘুচেছে আজ হতে প্রায় এক যুগেরও অধিক সময় আগে। কিন্তু সে ছাত্রনেতা। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। কেবলমাত্র বর্তমান ছাত্রদেরই ছাত্র রাজনীতি করার অধিকার সংরক্ষিত থাকা উচিত।

আবাসিক হলসমূহে অতিথি প্রবেশ/রাতযাপন নিষিদ্ধ করতে হবে। ছাত্র ব্যতীত অন্য কেউ গেস্টরুম/নিজেদের রুমে থাকতে পারবে না। পূর্বে দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্রদের অভিভাবকরা বেড়াতে আসতেন, তখন অনেকেরই কোন আত্মীয়-স্বজন শহরে ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই অভিভাবকদের হলে থাকতে হতো। যুগ পাল্টেছে, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এখন খুঁজলে আমাদের প্রত্যেকেরই দু'চারজন আত্মীয়-স্বজন পাওয়া যাবে। হলে থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মস্তান বাহিনী মাসের পর মাস ক্যাম্পাসে অবস্থান করে তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ ছাত্রদের মনে রাখতে হবে ক্যাম্পাসে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পছন্দ করে না। তারা চায় বাবা-মায়ের কষ্টার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে দ্রুত কর্মজীবনে প্রবেশ করতে। সুতরাং স্বল্পসংখ্যক মস্তান ছাত্রনেতা যাতে তাদের জিম্মি করে চার বছরের কোর্সকে আট বছরে প্রলম্বিত করতে না পারে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

শিক্ষকদের আদর্শগত দ্বন্দ্ব যাতে ছাত্রদের প্রভাবিত করতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অসমাপ্ত